উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন। বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরের খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে সাজ সাজ রব পড়েছে। রঙিন বাতি সহ নানা ধরনের সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে গীর্জাগুলো। খ্রিষ্টান পল্লীর বাড়ি গুলো এবং রাস্তাঘাট সজ্জিত করা হয়েছে রংবেরঙের বাতিতে।

নিজেদের ও বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রার্থণা করবেন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। ধর্মীয় গুরুরা বলছেন-জাতিতে জাতিতে কোনো বিভেদ না থাকে ও যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয় এ প্রার্থনা হবে প্রভু যীশুর কাছে।

মেহেরপুরের জেলার সবচেয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া ও বল্লভপুর গ্রামে এসব গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে বাড়িতে তোলা হয়েছে স্টার, লাইটিংয়ে ভরা ক্রীসমাস ট্রি, বিভিন্ন স্থানে চলছে গোশালা তৈরির কাজ।

কারণ এই দিনে প্রভূ যীশু জন্ম নিয়েছিলো জেরুজালেমের বেতেলহেমের গোয়াল ঘরে। গীর্জাগুলোতে চলছে সুসজ্জার কাজ। সাজানো হচ্ছে নিজের ঘরবাড়ি। ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে শুরু হবে বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা। মধ্যরাতে বড় ঘণ্টা বাজিয়ে প্রভু যীশুর ভোজ ও আলেলুইয়া গানের মাধ্যমে শুরু হবে প্রার্থনা। খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে তাই এখন সাজ সাজ রব। শিশু ও বড়দের জন্য কিনছেন নতুন নতুন পোশাক। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করা হবে মজাদার সব খাবার।

নিজের ও পরিবারের কল্যাণ কামণায় প্রভূ যীশুর কাছে প্রার্থনা করবেন তারা। ভবেরপাড়া চার্চ বড়দিন উদযাপন কমিটির সদস্য দিলিপ মল্লিক বলেন-১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বড় দিনের আনুষ্ঠানিকতা। প্রতিটি ঘরে এখন সাজ সাজ রব। তৈরি হচ্ছে গোশালা। কারণ প্রার্থনা শেষে সকলে কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে গোশালাগুলো পরিদর্শন করবেন সকলে। বাড়িতে বাড়িতে চলছে পিঠাপুলিসহ নানা ধরনের খাবর তৈরির কাজ।

বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের পুরোহিত ডিনারির দিন রেভারেন্ট

দিপক উজ্জল বিশ্বাস বলেন-বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করবেন খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীরা। পাপ থেকে নিজেকে মুক্তির জন্য চলবে যীশুর কাছে প্রার্থনা।

এদিকে শুভ বড়দিন সুন্দর ভাবে উদযাপনের লক্ষে সকল ধরনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গির্জাগুলোতে ব্যাপক পুলিশ দেওয়া হয়েছে। এবং যাতে করে কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষে ট্রাফিক পুলিশ বিভিন্ন মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া সিভিলেও আমাদের পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম।

মুজিনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন উপজেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার সমস্ত গির্জা গুলোকে ৫ শত কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে সমস্ত গির্জা গুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের তরফ থেকে গির্জা গুলোকে সমস্ত সহযোগিতা করা হচ্ছে। উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সহ প্রশাসনের সমস্ত ইউনিট নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছে। আশা করছি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ভিতরে খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ভায়েরা তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন আনন্দের সহিত নিশ্চিন্তে পালন করতে পারবেন।

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে বড়দিন উদযাপন

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নানা আয়োজনে ঝিনাইদহে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উদযাপিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ডিসেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার ব্যাপিষ্ট চার্চে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। পরে পবিত্র বাইবেল

থেকে আলোচনা ও প্রার্থনা করা হয়।

প্রার্থনা করেণ রেভারেষ্ট হেনরী প্রদীপ বৈদ্য। পরে কেক কেটে বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী কীর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং আগামীকাল বুধবার থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এবারের শুভ বড়দিনের মনসুর মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণে বাক্য মাংসে মূর্তিমান।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ রবিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আগামীকাল সোমবার সন্ধা সাড়ে ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং ২৬ তারিখে থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। আগামীকাল সোমবার রাত ৮ টার সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এবারের শুভ বড়দিনের মনসুর মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণে বাক্য মাংসে মূর্তিমান।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান

বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আজগর আলী বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল দত্ত জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্হ্যবিধি মেনে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুভ বড়দিন উপলক্ষে অসহায় শীতার্থদের মাঝে পারিবারিক ভাবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক ও তার পরিবার।

রবিবার বিকেলে সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর এর আয়োজনে, এবং বাবুল মল্লিক ও তার পরিবারের সহযোগীতায়, সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর অফিস

প্রাঙ্গনে বল্লভপুর ডিনারির ডিন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক এর সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি এবং মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সব কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্হিত ছিলেন, সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর এর পরিচালক অশোক মল্লিক,বাগোয়ান ইউনিয়ন ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মারিওসুসিত মন্ডল (গনা) সাধারণ সম্পাদক মাইকেল মন্ডল টুইস,বল্লভপুর চার্চ সেক্রেটারি মেরি সুখী মল্লিক,মহিলা নেত্রী তৃপ্তি মন্ডল ও কুমারী খান।

বড়দিনে কুষ্টিয়ায় বিশেষ প্রার্থনা

যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া ডায়োসিসের কেন্দ্রীয় উপাসনালয়ে এ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০ টা পর্যন্ত চলে বিশেষ প্রার্থনা ও বড়দিনের অনুষ্ঠান। প্রার্থনা পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া ডায়োসিসের ক্যাথেকিটস শর্বানন্দ রত্ন।

তিনি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষে একে অপরের সঙ্গে বড় দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও মিষ্টিমুখ করেন।

বাংলাদেশে খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা ধর্মীয় আচার, আনন্দ উৎসব ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন। রঙিন বাতি দিয়ে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো, বিশেষ প্রার্থনা, শিশুদের উপহার দেয়া এবং স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল উৎসবের মূল অনুষঙ্গ।